লঙ্কা চাষ

Joygopalpur Gram Vikash Kendra

লঙ্কা চাষ

জাত অনুযায়ী সারা বছর লঙ্কার চাষ করা হয়। মূলত খারিফ ও প্রিথরিফ মরশুমে বিভিন্ন জাতের লঙ্কা চাষ করা হয়।

লঙ্কার জাত :

দেশী জাত : বুলেট, সূর্যমুখী, বেলেডানা।

উন্নত জাত : আর.আই. ৮, ক্যানিং ৭, ডাইমন্ড।

হাইব্রিড জাত : তেজস্বিনি, সূর্য, অত্রি।

মাটি :

দোঁয়াশ, বেলে দোঁয়াশ, পলি দোঁয়াশ ও এঁটেল দোঁয়াশ মাটিতে লঙ্কা চাষ ভাল হয়।

মাটি শোধন

ফসলের সময়কাল :

একটি চারা বপন করলে ২-৩ বছর ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে ১৪০-১৫০ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ফসল পাওয়া যায়।

বীজের পরিমাণ :

দেশী বীজের জন্য বিঘা প্রতি ১-১$^{১}/_{২}$ গ্রাম বীজের প্রয়োজন এবং হাইব্রিড জাতের জন্য ৫০-৬০ গ্রাম বিজের প্রয়োজন।

বীজ শোষণ :

থাইরাম, ম্যানকোজেব, কারবেডাজিম বা নিম তেল অথবা গোচোনা দিয়ে বীজ শোধন করা যায়। রাসায়নিক ঔষুধ দিয়ে শোষণ করলে প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম ঔষুধ লাগবে। নিম তেল দিয়ে বীজ শোষণ করলে প্রতি কেজি বীজের জন্য ৫ মিলি নিম তেল এবং গোচনা দিয়ে বীজ শোষণ করলে ৪:১ অনুপাতে গোচনা ও জল মিশিয়ে বীজ শোধন করা যায়।

সেচ :

বর্ষাকালে কোনো সেচ দিতে হয় না। শীত ও গ্রীষ্মকালে ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ

দিতে হয়। তবে লবণাক্ত এলাকায় হাল্কা সেচ দিলে ভাল হয়। বেশি জলসেচ দিলে গাছ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। লবণাক্ত এলাকায় কলসি সেচের মাধ্যমে জল দিলে ভাল হয়।

বীজতলা তৈরি :

বীজতোলা তৈরী

১০′ × ৪′ উঁচু জায়গা নির্বাচন করে তাতে ১″ মাটি চেঁছে ফেলে দিয়ে বেডটিকে ভালো করে কর্ষন করতে হবে এবং ৬″ উচ্চতায় বেড তৈরি করতে হবে। উক্ত বেডের উপর আগে থেকে শুকনো করা পাঁক মাটি গুঁড়ো করে ঐ বেডের উপর ছড়িয়ে তিে হবে এরপর চার ঝুড়ি গোবর / কম্পোস্ট সার, ৫০০ গ্রাম নিম খোল ৫০০ গ্রাম ১০:২৬ সুফলা ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপরে হাল্কা জো দিয়ে মাটির সাথে কার মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর ঐ বেড একটি সাদা পলিথিন দিয়ে ঢেকে কমপক্ষে ৭ দিন সূর্যের আলোর নিচে রেখে দিতে হবে মাটি শোষণ করার জন্য। এরপর পলিথিন তুলে নিয়ে উপরে ছাউনি করে দিতে হবে। মাটিতে সঠিক মাত্রায় জো দিয়ে ও মাটি উলটে পালটে দিয়ে শোধন করা বীজ ছিটিয়ে বা সারিবদ্ধভাবে বপন করে বীজের উপর ১:১:১ অনুপাতে মাটি, ঘুটের ঝুরো ও বালি ভালভাবে মিশিয়ে এমনভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে সমস্ত বীজ ঢাকা পড়ে যায়। প্রয়োজন হলে ১০০ গ্রাম ফিউরেডান বা ফরেড ছিটিয়ে দিয়ে ২″-৩″ পুরু করে খড় বিছিয়ে ঝারিতে করে জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। এইভাবে ২-৩ বার জল দেওয়ার পর ৭-৮ দিনের পর গাছ বের হতে শুরু করবে। সেই সময়ে সমস্ত খড় তুলে মশারির নেট দিয়ে বেডটিকে ঢেকে দিতে হবে এবং যতদিন না চারা লাগানো হচ্ছে মশারির উপর থেকে সেচ ও স্প্রে করতে

নার্শারী বেড

পলি মার্চিং

হবে। চারা রোয়ার ১ দিন আগে কীটনাশক, ৩ দিন আগে রোগনাশক স্প্রে করতে হবে। মাঝে মাঝে ছাউনি খুলে রোদ দিয়ে চারা শক্ত করতে হবে। পড়ন্ত বেলায় বীজ হাল্কা সেচ দিয়ে চারা তুলতে হবে যাতে কাণ্ডে আঘাত না লাগে।

ডিপ ইরিগেশান

জমি তৈরি :

বিঘা প্রতি ৫০০-১০০০ কেজি কম্পোস্ট বা গোবর সার, ৫০ কিলো সিঙ্গেল সুফার ফসফেট ও ৮-১০ কিলো পটাশসার ও ৩ কেজি এগ্রোমিন জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রতি বিঘায় ১০-১৫ কিলো চুন দিতে হবে। চারা থেকে চারার দূরত্ব ২ ফুট এবং সারির দূরত্ব ২১/২ ফুট। এই দূরত্বে খুপি কেটে প্রতি খুপিতে ২৫ গ্রাম করে সরিষার খোল, ৫ গ্রাম নিম খোল, ১ গ্রাম ডি.এ.পি. দিয়ে জল দিতে হবে ও ৭ দিন পর খুপির মাটি তৈরি করে চারা লাগাতে হবে এবং নিয়মিত জল দিতে হবে। ২১ দিন পর ২০ গ্রাম ডি.এ.পি., ৫ গ্রাম পটাশ ও ৫ গ্রাম ইউরিয়া ৪ ইঞ্চি দূরত্বে দিতে হবে ও কুপিয়ে বেড তৈরি করতে হবে। তার ২১ দিন পর পুনরায় উক্ত সার ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত সার ব্যবহার করতে হতে পারে।

রোগ :

পাতা ধসা বা কান্ড ধসা ঃ ম্যানকোজেব বা কার্বান্ডাজিম প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম করে স্প্রে করতে হবে। ৩% নিমতেল ৩ মিলি ১ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে অথবা ম্যানকোজেব / কার্বেনজাইন ২-২১/২ গ্রাম ১ লিটার জলে করে স্প্রে করতে হবে।

ঢলে পড়া

ঢলে পড়া ঃ টেট্রাসাইক্লিন বা প্লান্টোমাইসিন বা স্টেপ্টোসাইক্লিন ৫০০ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার জলে ১/২ গ্রাম স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যাবে। ঢল কলমি পাতার নির্যাস না পাওয়া

গেলে স্টেপটোসাইসিলিন জাতীয় ঔষুধ ১ লিটার জলে ১ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পোকা :

ম্যাপ পোকা

জাব পোকা : নিমতেলের দ্রবণ প্রতি লিটার জলে ৩ মিলিলিটার দিয়ে স্প্রে করলে ভাল কাজ হবে নতুবা জাব, শ্যামা, সাদা মাছিতে নুডান প্রতি লিটার জলে ১ মিলি.লি. দিয়ে স্প্রে করলে বা তারা-৯০৯ দিয়ে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

ল্যাকা পোকা

ল্যাটা পোকা : নিমতেল দ্রবণে বা টাকুমিন বা ফ্রেম স্প্রে করতে হবে।

ম্যাপ পোকা : সাইপারমেথ্রিন প্রতি লি জলে ১ মিলি স্প্রে করতে হবে।

মাকড় বা সাদা মাছি : ইমিডিক্লোরোফিড বা ডাইকোফল ১ মিলি / ১ লিটার জলে দিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া প্লানফিক্স বা মিরাকুলান স্প্রে করে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন বাড়ায়।

উপস্থাপনায় : কৃষি বিভাগ জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

Email : jgvkagriculture@gmail.com

Joygopalpur Gram Vikash Kendra

Village : Joygopalpur, P.O.: J.N. Hat
Via : Basanti, Dist : South 24 Parganas
West Bengal, India, Pin Code 743312
Phone : 09732522848, 9564164585
Email : jgvksundarban@gmail.com
Website : www.jgksundarban.org